প্রযুক্তি হস্তান্তর কর্মশালা ২০০৮-এর উদ্বোধন

ভাষণ

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা

ড. ফখরুদ্দীন আহমদ

রবিবার, ৩০ মার্চ ২০০৮, ১৬ চৈত্র ১৪১৪, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জনাব সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

কৃষি বিজ্ঞানী, গবেষক,

সম্প্রসারণবিদ ও কৃষক প্রতিনিধিবর্গ,

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সদস্যবৃন্দ এবং

সমবেত সুধীমণ্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট আয়োজিত প্রযুক্তি হস্তান্তর কর্মশালায় যোগ দিতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। কারণ আমার বিশ্বাস, আমাদের অর্থনীতির প্রাণশক্তি ও খাদ্য নিরাপত্তার প্রতিভূ কৃষির উন্নয়নে এই ধরনের কর্মসূচি তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে। উদ্ভাবিত উন্নত জাতের নতুন ফসল এবং সফল প্রযুক্তি কৃষকের কাছে দ্রুত পৌঁছে দিতে এই কর্মশালা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আপনারা জানেন, সাম্প্রতিককালে দু'দফা ভয়াবহ বন্যা ও প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় 'সিডর'-এর কারণে আমাদের এ বছর বিপুল পরিমাণ ফসল বিনষ্ট হয়েছে। অন্যদিকে বৈরী আবহাওয়া, উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি ও অন্যান্য কারণে বিশ্বব্যাপী কৃষি উৎপাদন বিশেষ করে খাদ্য উৎপাদনও হুমকির মুখে পড়েছে। উন্নত বিশ্বের অনেক দেশ অধিক লাভের জন্য জৈব-জ্বালানি উৎপাদনে খাদ্যশস্য ও ফসলি জমি ব্যবহার করছে। ফলে বিশ্ব বাজারে খাদ্যশস্যের সরবরাহ ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। খাদ্যশস্য রপ্তানিকারক দেশ পরিণত হচ্ছে আমদানিকারকে। পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী দ্রুতলয়ে বাড়ছে খাদ্যশস্যের দাম। এর প্রবল ধাক্কা এসেছে আমাদের উপরও।

দেশের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়ে গেছে অনেক। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত এবং সীমিত আয়ের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা ও প্রকৃত আয় না বাড়ায় তাদের দুর্ভোগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। খাদ্যপণ্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখতে আমরা আন্তরিকভাবে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছি। সম্ভাব্য সকল উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। তবে আমরা স্পষ্টতঃ বুঝতে পারছি পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে আমদানি করে খাদ্য ঘাটতি পূরণের মতো কৌশল অনেক ঝুঁকিপূর্ণ। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ও এ-অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে দ্রুত খাদ্যশস্য উৎপাদন বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই। এজন্য আমাদেরকে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কার্যকর ও টেকসই পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে নতুন আঙিকে ঢেলে সাজাতে হবে।

সুধীমন্ডলী,

আপনারা জানেন, একদিকে আমাদের কৃষি জমি ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে বাড়ছে জনসংখ্যা। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হচ্ছে নতুন ধরনের প্রতিবন্ধকতা। উৎপাদনের ঝুঁকি ও খরচ বেড়ে গেছে অনেক। সনাতনী জ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার পক্ষে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা মোটেই সম্ভব নয়। তাই আজ গবেষণালব্ধ জ্ঞান এবং প্রযুক্তিভিত্তিক ও প্রতিবন্ধকতা সহিষ্ণু কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের উপর আমাদের বিশেষ নজর দিতে হবে।

প্রিয় কৃষি বিজ্ঞানীবৃন্দ,

আপনারা ইতিমধ্যেই অনেক উন্নত ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন। কৃষি বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণবিদ ও কৃষকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কৃষি উৎপাদনে ব্যাপক উন্নতিও ঘটেছে। সত্তর দশকের তুলনায় দেশে ধান ও গমের উৎপাদন বেড়েছে আড়াই গুণেরও বেশি। এ সময়ে শাক-সব্জি ও আলুর উৎপাদন বেড়েছে যথাক্রমে ১২ ও ৬ গুণ। ভুট্টার উৎপাদন বেড়েছে ২৩০ গুণ। কিন্তু আমাদের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে অনেক দূর যেতে হবে।

বর্তমানে দেশে দানাদার শস্য ছাড়াও অন্যান্য ফসল—ডাল, তৈলবীজ, কন্দল ফসল, শাক-সব্জি, ফল-মূল ও মসলার উৎপাদনও চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। এসকল ফসলের উৎপাদন এবং প্রয়োগিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনে আপনারা অগ্রাধিকার দেবেন।

আপনারা জানেন, নিবিড় চাষাবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন রাসায়নিক সার প্রয়োগ এবং মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহারের ফলে দেশের উর্বর কৃষি জমি ক্রমশঃ উৎপাদনশীলতা হারাচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে রাসায়নিক সারের দাম এক বছরে বেড়েছে প্রায় তিন গুণ। ফলে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের অপব্যবহার হ্রাস করে জৈবসার ও জৈব-কীটনাশকের ব্যবহার বাড়ানোর দিকে নজর দিতে হবে। এ ব্যাপারে আমি এবছর দেশে আলুর বাম্পার উৎপাদনের সংবাদের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। আমরা কৃষকের মুখ থেকেই শুনেছি যথাযথ সার ব্যবহার করার ফলে আলুর বেশি ফলন পাওয়া গেছে। ফলে আমি আপনাদেরকে সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণে সার, বীজ ও সেচের ব্যবহার এবং সেই সঙ্গে জৈব সার প্রয়োগে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের কৌশল উদ্ভাবনের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দিতে বলবো।

আপনারা জানেন, প্রতি বছর ১০-২৫ শতাংশ উৎপাদিত কৃষিজ পণ্য সংগ্রহত্তোর অপচয় হয়। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবনেও আপনারা সচেষ্ট হবেন এই আশা রাখি। আর উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তি ও কৌশল মাঠ পর্যায়ে কৃষকের হাতে পৌঁছে দিতে এবং হাতে-কলমে শিখিয়ে দেয়ার জন্য যা যা করা প্রয়োজন তা নিশ্চিত করবেন।

আমি আশা করবো, আপনারা বিশ্বের সর্বশেষ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপারে নিজেদের হালনাগাদ রাখবেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বলবো, কৃষি বিজ্ঞানী ও গবেষকদের মেধা ও মননের যথাযথ মূল্যায়ন করবেন। গবেষণা কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ, পদোন্নতি, দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ব্যাপারগুলো নিশ্চিত করবেন।

সমবেত সুধী,

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণে আমরা কৃষির আধুনিকায়ন ও সার্বিক উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছি। এ উদ্দেশ্যে কৃষি গবেষণাকে অগ্রাধিকার দিয়ে আমরা বর্তমান অর্থবছরে ৩৫০ কোটি টাকার একটি এন্ডাওমেন্ট ফান্ড গঠন করেছি। এছাড়া কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবর্তিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে একটি নতুন জাতীয় কৃষিনীতি প্রণয়নের উদ্যোগও নেয়া হয়েছে।

গবেষক ও সম্প্রসারণ কর্মীবৃন্দ,

আপনারা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, গবেষণাগার অথবা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে উদ্ভাবিত শস্যের উৎপাদনের পরিমাণের সাথে কৃষক পর্যায়ে একই শস্যের উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। এই ‘ইল্ড গ্যাপ’ বা ফলনের ব্যবধান কমাতে কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর ও দ্রুত করা অত্যন্ত জরুরি। এজন্য গবেষণা, সম্প্রসারণ ও প্রকৃত উৎপাদন কাজে নিয়োজিত কৃষকদের মধ্যে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ও সমন্বয় একান্ত আবশ্যক। এ ব্যাপারে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও কর্মীদের বিশেষভাবে উদ্যোগী ও উদ্যমী হবার অনুরোধ জানাবো। মাঠ পর্যায়ে সুপারভিশন জোরদার এবং কাজে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্টদের তৎপর হতে আহ্বান জানাবো।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশের সর্ববৃহৎ ও স্বনামধন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটির কাছে দেশবাসীর প্রত্যাশা অনেক। আমি জেনে আনন্দিত, সরকার বর্তমান বোরো মওসুমে শস্য উৎপাদনের যে বর্ধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে তার বাস্তবায়নে কৃষি বিজ্ঞানীরা সরাসরি মাঠ পর্যায়ের সম্প্রসারণ কাজে অংশগ্রহণ করছেন। ধান গবেষণা, কৃষি গবেষণাসহ বিভিন্ন

ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন জেলায় সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। বর্তমান আলু ও বোরো উৎপাদনের কাজে তাদের ভূমিকাকে আমি সাধুবাদ জানাই। আমি আশা করি, এ উদ্যোগ আগামী দিনগুলোতেও অব্যাহত থাকবে।

আমার বিশ্বাস, এবারের এই প্রযুক্তি হস্তান্তর কর্মশালা সরকারের সার্বিক কৃষি উন্নয়ন ও উৎপাদন বাড়ানোর দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। আমি আশা করবো, জ্ঞান ও প্রযুক্তি-নির্ভর কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে উদ্ভাবিত সকল লাগসই ও টেকসই প্রযুক্তি—কৃষক, কৃষি সম্প্রসারণ, এনজিও ও অন্যান্য উন্নয়ন কর্মীদের নিকট যথাসময়ে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে আপনারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাবেন।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

কৃষির যাবতীয় তথ্য ও জ্ঞান কৃষকের মাঝে পৌঁছে দিতে এবং সচেতনতা বাড়াতে আমি তথ্য ও সংবাদকর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। আমি দেশের সকল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া বিশেষ করে রেডিও এবং টিভি চ্যানেলগুলোকে গুরুত্বসহ ‘কৃষি সংবাদ ও অনুষ্ঠান’ প্রচারের জন্য অনুরোধ জানাবো। এক্ষেত্রে দেশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেট হাউসগুলো সামাজিক দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে পারেন।

সুধীমন্ডলী,

আমাদের সবার মনে রাখতে হবে, কৃষি উৎপাদন বাড়লে কৃষকের আয় বাড়বে, জীবনমান হবে উন্নত। গ্রামীণ তথা দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতি-প্রবৃদ্ধি বাড়বে। বাড়বে কর্মসংস্থান। খাদ্যপণ্য সরবরাহ ও এর মূল্য থাকবে সবার নাগালের মধ্যে। কৃষি প্রক্রিয়াজাত শিল্প ও রপ্তানিতে আসবে নব উদ্যম। সুখী, সমৃদ্ধ ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার যে স্বপ্নের কথা আমরা বলি—তা বাস্তবায়ন করা সহজ হবে।

দেশের সামগ্রিক কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হলে আমাদের আবাদযোগ্য এক ইঞ্চি জমিও ফেলে রাখা যাবে না। সারা বছর যাতে কোনো না কোনো ফসল আবাদ করা যায়—জমি বুঝে সে ব্যবস্থা নিতে হবে। ফসলের স্বাস্থ্যের সাথে সাথে জমির স্বাস্থ্যের দিকেও নজর রাখতে হবে। প্রতি একক জমিতে সর্বোচ্চ উৎপাদনে যা - যা করা প্রয়োজন আমি তা’ করার জন্য অনুরোধ করবো।

বর্তমান প্রযুক্তি হস্তান্তর কর্মশালায় যে সকল প্রযুক্তি প্রদর্শিত হবে, আমি দেখতে চাই এগুলো দ্রুত কৃষকের কাছে পৌঁছে গেছে, কৃষক তা’ ব্যবহার করছে। আমি আশা করবো, গবেষক, সম্প্রসারণবিদ ও কৃষকের মাঝে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ও সমন্বয় এবং সরকার, এনজিও ও বেসরকারি খাতের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমাদের কৃষি উৎপাদনে নতুন বিপ্লবের সূচনা হবে। কৃষিকে নিতান্ত জীবন নির্বাহের পর্যায় থেকে বাণিজ্যিক পর্যায়ে উন্নীত করা সহজ হবে। আর এজন্য আমি দেশের কৃষি বিজ্ঞানী, গবেষক, সম্প্রসারণকর্মী ও নীতিনির্ধারকদের এবং বিশেষ করে কৃষকদের বাস্তবভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও অর্থবহ কর্মসূচিসহ সম্মিলিত প্রচেষ্টা নেয়ার জন্য অনুরোধ জানাবো।

পরিশেষে, আমি দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়তে কৃষি উন্নয়নের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট সকলকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সর্বশক্তি, মেধা ও দক্ষতা নিয়োজিত করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি এ মহতী কর্মশালার সাফল্য কামনা করে এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

আল্লাহ হাফেজ।

......